

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالزلفي

مشروع تَعْلَمُ الإسلام – أحكام الأطعمة

প্রথম দার্স

الدرس الأول

মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে পাক ও পবিত্র খাদ্য গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। আর নাপাক অপবিত্র খাদ্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। তাই তিনি বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ (البقرة ১৭২)

“হে ঈমানদারগণ, আমি তোমাদেরকে যে রুযী দিয়েছি, তা থেকে পবিত্র বস্তু আহাৰ করো।” (বাক্বারা ১৭২) বস্তুতঃ হারাম বলে ঘোষিত বস্তু ব্যতীত সব খাদ্যই আমাদের জন্য হালাল। মহান আল্লাহ তাঁর মু’মিন বান্দাদের জন্য পাক ও পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করে দিয়েছেন যাতে তারা তার দ্বারা উপকৃত হতে পারে। সুতরাং আল্লাহর নেয়ামত দ্বারা কোন অন্যায় ও শরীয়ত বিরোধী কাজে সাহায্য গ্রহণ করা বৈধ নয়।। খাদ্য ও পানীয় বস্তুর মধ্যে যা হারাম, তার সুস্পষ্ট বর্ণনা মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন,

﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾ [الأنعام ১১৭]

“আল্লাহ তোমাদের উপর যা কিছু হারাম করেছেন, তা তিনি সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন, তবে নিরুপায় অবস্থায় তোমরা উক্ত হারাম বস্তুও আহাৰ করতে পারে।” (আনআম ১১৯) সুতরাং যা হারাম বলে ঘোষিত হয় নি, তা হালাল। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ، فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّدَ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا؛ وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ؛ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنِ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لِّكُمْ مِنْ غَيْرِ نَسْيَانٍ؛ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا) رواه الطبراني.

“মহান আল্লাহ তোমাদের প্রতি কতকগুলো বিষয় ফরয করেছেন, তা নষ্ট করো না। কতকগুলো সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তা লঙ্ঘন করো না। কতকগুলো জিনিস হারাম (অবশ্য পরিত্যাজ্য) করেছেন, সেগুলোর মধ্যে লিপ্ত হয়ে পাপ করো না। আর তোমাদের প্রতি দয়া ক’রে কতকগুলো জিনিস সম্পর্কে ইচ্ছা করেই নীরব রয়েছেন, সে ব্যাপারে খোঁজাখুঁজি করো না” (তাবরানী)

প্রত্যেক খাদ্যদ্রব্য, পানীয় ও পোশাকাদি, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কর্তৃক হারাম বলে বর্ণিত হয় নি, সেগুলোকে হারাম বলা যাবে না। মূলতঃ প্রত্যেক পবিত্র ও ক্ষতিবিহীন খাদ্য হালাল। তবে অপবিত্র খাদ্য, যেমন মৃত, রক্ত, মাদকদ্রব্য, ধূমপান সামগ্রী এবং এমন জিনিস, যার সাথে অপবিত্র কোন কিছু মিশে গেছে, এসবই হারাম। কেননা, এগুলো ক্ষতিকর। আর মৃত বলতে, শরীয়তী পদ্ধতিতে জবাই করা ব্যতীতই যার প্রাণ নাশ করা হয়েছে তাকে বুঝানো হয়েছে। আর রক্ত বলতে, জবাই কৃত পশু থেকে নির্গত প্রবহমান রক্ত। তবে জবাই করার পর মাংসে এবং রগসমূহে অবশিষ্ট রক্ত বৈধ।